(1) Is there any distingtion between active and passive euthanasia ?

* সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় কৃপাহত্যার মধ্যে পার্থক্য

=> 'Euthanasia' শব্দটি দুটি গ্রীক শব্দ 'eu' এবং 'thanatos' থেকে উৎপত্তি হয়েছে। শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল 'good death' অর্থাৎ সুন্দর বা সহজ মৃত্যু। কিন্তু 'euthanasia' শব্দটিকে আধুনিক যুগে যে অর্থে ব্যবহার করা হয়, তা এই ব্যুৎপত্তিগত অর্থ থেকে ভিন্ন। শান্তিপূর্ণ মৃত্যু নানা ভাবে ঘটতে পারে। মানুষের স্বাভাবিক মৃত্যু অনেক সময় শান্তিপূর্ণ হয়, কিন্তু তাকে আধুনিক পরিভাষায় শান্ত সহজ মৃত্যু বা কৃপাহত্যা বলা যায় না। যেখানে হত্যার পরিণামে মৃত্যু শান্তিপূর্ণ হয় এবং যে হত্যায় কৃপা প্রদর্শন করা হয় তাই কৃপাহত্যা।

কৃপাহত্যায় একজন ব্যক্তি অপর একজন ব্যক্তিকে সেই ব্যক্তির স্বার্থের জন্যই হত্যা করে। একজন ব্যক্তিকে কৃপাহত্যার জন্য দুটি পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে।- রোগগ্রস্ত মানুষটিকে প্রাণঘাতী ইনজেকশন দেওয়া যেতে পারে অথবা জীবনদায়ী চিকিৎসা ব্যবস্থা বন্ধ করা যেতে পারে। প্রথম পদ্ধতির নাম সক্রিয় কৃপাহত্যা এবং দ্বিতীয় পদ্ধতির নাম নিষ্ক্রিয় কৃপাহত্যা (passive euthanasia)। প্রথম ক্ষেত্রে একজন চিকিৎসক সক্রিয়ভাবে একজন মানুষকে হত্যা করে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে রোগীর মৃত্যুর ক্ষেত্রে চিকিৎসক নিষ্ক্রিয় থাকেন কারণ সেখানে চিকিৎসা প্রত্যাহার করা হয়।

একটি দৃষ্টান্ত— একজন মহিলা একটি ক্রমবর্ধমান রোগে আক্রান্ত। ব্যাধি এমন পর্যায়ে চলে গেছে যে তিনি প্রায় সম্পূর্ণ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এবং শ্বাসযন্ত্র ছাড়া তার পক্ষে বেঁচে থাকা অসম্ভব। এই মহিলা বুঝতে পারেন তার বাঁচার কোন আশা নেই এবং তার অবস্থার ক্রমশ অবনতি হবে। একথা বোঝার পর তিনি তার মৃত্যু কামনা

করতে থাকেন। তিনি তার চিকিৎসকের কাছে তার মৃত্যু ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং তাকে কৃপাহত্যা করার জন্য প্রার্থনা সারাক্ষণ প্রাণঘাতি ইনজেকশন দেয়ার অনুরোধ করেন। চিকিৎসক এই বিষয়ে মহিলার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে আলোচনা করে প্রাণঘাতী ইনজেকশনের মাধ্যমে কৃপাহত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাকে এই ইনজেকশন দেওয়া হয় এবং তিনি মারা যান। এটি সক্রিয় কৃপাহত্যার দৃষ্টান্ত।

এই দৃষ্টান্তে একটু পরিবর্তন করলে নিষ্ক্রিয় কৃপাহত্যার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। ধরা যাক, রোগীটি চিকিৎসকের কাছে প্রার্থনা করেন যে তার শ্বাসকষ্ট আরম্ভ হলে তার শরীরের সাথে শ্বাস যন্ত্রের যে সংযোগ আছে তা যেন বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। চিকিৎসক সম্মত হলে শ্বাস যন্ত্র প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় এবং রোগীর মৃত্যু ঘটে। এটি নিষ্ক্রিয় কৃপাহত্যার দৃষ্টান্ত।

প্রথমক্ষেত্রে আমরা কিছু করি বলে রোগীর মৃত্যু হয়, দ্বিতীয়ক্ষেত্রে আমরা কিছু করিনা বলে রোগীর মৃত্যু হয়। প্রথম ক্ষেত্রে আমরা মৃত্যুর কারণ হই; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণ হইনা।

অনেকের মতে, হত্যা করা এবং মরতে দেওয়া মধ্যে নীতিগত পার্থক্য আছে, মরতে দেওয়ার তুলনায় হত্যা করা নীতিগতভাবে খারাপ। যদিও এইভাবে সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় কৃপাহত্যার মধ্যে নৈতিকভেদ করা যায় তাহলেও এই প্রভেদ যে সকলেই স্বীকার করে তা নয়। অনেক ক্ষেত্রে আমরা সক্রিয়তার জন্য যতটা দায়ী থাকি নিষ্ক্রিয়তার জন্য ততটা দায়ী থাকি। এই প্রসঙ্গে James Rachels এর বক্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। তার মতে, "হত্যা করাকে মরতে দেওয়া তুলনায়

হবেশি নিন্দনীয় বলার কোন কারণ নেই"। যে নিষ্ক্রিয়তার মানুষকে মরতে দেয় তার থেকে যে মানুষকে হত্যা করে তার তুলনায় আদৌ খারাপ নয়। Rachels এর মতে, দুটি ক্ষেত্রেই নৈতিক দায়িত্ব সমান থাকে। সুতরাং সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় স্বেচ্ছামৃত্যুর মধ্যে নৈতিক মর্যাদায় কোন পার্থক্য নেই। তাঁর মতে, যাকে নিষ্ক্রিয় স্বেচ্ছামৃত্যু বলা হয়েছে সেখানে চিকিৎসক যে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকেন তা নয়। তিনি যে রোগীকে মরতে দিয়েছেন এইটি তার সক্রিয়তাকে প্রমাণ করে। সুতরাং এই দুই প্রকার স্বেচ্ছামৃত্যুর মধ্যে পার্থক্য করা এবং তার মধ্যে একটিকে অনুমোদন করার কোন ভিত্তি নেই।

— ৪ —

3) What is practical philosophy? (20W)

⇒ দর্শন কেবল বাস্তব জগৎ সম্পর্কিত আলোচনা নয়, অতীন্দ্রিয়, অলৌকিক বিষয় সংক্রান্ত আলোচনাও দর্শনের অন্তর্ভুক্ত। দর্শনের যে অংশে তত্ত্ব সমূহের ব্যবহারিক প্রয়োগ এবং বিভিন্ন মতাদর্শের বর্ণনা সমূহ আলোচনা করা হয় এবং সেই সঙ্গে সামাজিক তত্ত্বের ব্যবহারিক দিকটির প্রতি প্রাধান্য দেওয়া হয়, দর্শনের সেই অংশটিকে প্রায়োগিক বা ব্যবহারিক দর্শন বলা হয়।

14) What is Anomic Suicide? (অধিঃপতন হেতু আত্মহত্যা)

⇒ কোন কোন সময় ব্যক্তি হয়তো এমন অপরাধমূলক কাজ করল যার ফলে সমাজের চোখে অপরাধী সাব্যস্ত হল। অন্যায় সম্পত্তি হরণ, প্রকাশ্য ঘুষ নেওয়া বা এমন কোন গর্হিত কাজ করার ফলে ব্যক্তির মানসিক জীবনে তীব্র দ্বন্দ্ব, বেদনাবোধ ইত্যাদি দেখা দিতে পারে। এমন অবস্থায় মানসিক যন্ত্রণা ও অন্যের ধিক্কার, ঘৃণার হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য ব্যক্তি আত্মহননের পথ বেছে নিতে পারে। এরূপ আত্মহত্যাকে দ্যুর্খেইম সামাজিক অধিঃপতন হেতু আত্মহত্যা বলেছেন।

15) What is Fatalistic Suicide? (অদৃষ্টবাদী আত্মহত্যা)

⇒ সমাজ জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত হেতু কোন ব্যক্তি অদৃষ্টবাদী হয়ে উঠতে পারে। ভাবতে পারে জীবন সংগ্রামে নিজের চেষ্টার বা ইচ্ছার কোন মূল্য নেই। কোন অদৃশ্য শক্তি তাকে নিয়ন্ত্রণ করছে এবং সেই শক্তির বিরুদ্ধে তার কিছু করার নেই। এমন অবস্থায় সেই ব্যক্তি জীবনের প্রতি আস্থা এবং বেঁচে থাকার সার্থকতা সম্বন্ধে নৈরাশ্য জ্ঞাপন করে। এরকম অস্বাভাবিক অবস্থায় ব্যক্তি নিজের প্রাণ নাশের চেষ্টা করতে পারে কিংবা প্রাণ নাশ ঘটায়। এরকম আত্মহত্যাকে দ্যুর্খেইম অদৃষ্টবাদী আত্মহত্যা বলেছেন।

16) What is Egoistic Suicide? 2012 (অহংকেন্দ্রীক আত্মহত্যা)

⇒ যখন কোন ব্যক্তি সমাজ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ফলে সে নিজেকে নিঃসঙ্গ এবং মূল্যহীন মনে করে। এই অবস্থা থেকে অব্যাহতি লাভের জন্যই ব্যক্তি আত্মহত্যা করে। এই প্রকার আত্মহত্যাকে বলা হয় অহংকেন্দ্রীক আত্মহত্যা।

৭) What is Altruistic Suicide? ২০২১

= দেশের স্বার্থের জন্য বা দলের ধর্মীয় অনুশাসনে যখন আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় তখন তাকে পরার্থমূলক আত্মহত্যা বলে। জাপানে আত্মবাহিনীর নীতির অনুসারে কামিকাজে বৈমানিক harakiri প্রথা অবলম্বন করতো দলের প্রতি আনুগত্য অংশগ্রহণ প্রমাণ করার জন্য নিজের জীবন কোনো দাবী দিয়ে দেয় মৃত্যুবরণ করত। ভারতে ~~[illegible]~~ সতীদাহ প্রথা এবং দেশের স্বাধীনতার জন্য বহু বিপ্লবী স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করেছে। এগুলি পরার্থমূলক আত্মহত্যার দৃষ্টান্ত।

17) What is meant by Suicide ? What are its cause ? State your argument for and against of Suicide / Is Suicide morally accepted or not ? [redacted]

⇒ আত্মহত্যা শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল নিজের দ্বারা নিজের জীবন নাশ। আত্মহত্যার ফলে যে ব্যক্তির মৃত্যু হয় সেই ব্যক্তি নিজেই তার মৃত্যু ঘটান। সেজন্যই আত্মহত্যার উদ্দেশ্য হল জীবনের সমাপ্তি। একটি কর্ম আত্মহত্যা বলে বিবেচিত হবে যদি কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছাকৃতভাবে এমন পরিস্থিতিতে তার মৃত্যু ঘটায় যেখানে অন্য কেউ কর্মটি করতে বাধ্য করেনি। এবং ব্যক্তির মৃত্যু যে অবস্থায় ঘটে তা ব্যক্তি নিজেই পরিকল্পনা করেন যাতে সে তার নিজের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারে। তাই আত্মহত্যা হল অন্যের প্রত্যক্ষ সাহায্য না নিয়ে নিজেই নিজেকে হত্যা করা এবং স্বেচ্ছায় জীবনের সমস্ত লক্ষণের বিনাশ সাধন করা। যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করে তার অভিপ্রায়ের দ্বারা আত্মহত্যাকে চিহ্নিত করা হয়। যে কোন আত্মবিসর্জনই আত্মহত্যা নয়। যুদ্ধক্ষেত্রে যে সৈনিকটি দেশের স্বার্থে প্রাণ বিসর্জন দেয় তার কাজকে আত্মহত্যা বলা যায় না। কারণ সেখানে নিজের কষ্ট থেকে মুক্তি লাভের কোন প্রশ্ন নেই। আত্মহত্যা নিজের মুক্তির একটি পন্থা। সৈনিকদের আত্মবিসর্জনে নিজের মুক্তির কোন প্রশ্ন নেই। তাছাড়া যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের আত্মবিসর্জন কখনও অনৈতিক বলে মনে হয় না। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আত্মহত্যা অনৈতিক এবং নিন্দনীয়। কিন্তু আত্মত্যাগ একটি মহৎ কাজ।

□ নানা কারণে মানুষ আত্মহত্যা করে।

সমাজবিজ্ঞানী E Durkeim এর মতে, ব্যক্তির সাথে সমাজের সম্পর্ক যখন অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে তখনই মানুষ

আত্মহত্যা করে। মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, আত্মহত্যা এক ধরনের মানসিক বৈকল্যের ফল। মনোবিজ্ঞানী Freud মনে করেন যে, আত্মহত্যার প্রবণতা মানুষের অচেতন মনে অন্তর্নিহিত থাকে। অনেক মনোবিজ্ঞানী আবার মনে করেন যে, অধিকাংশ আত্মহত্যার মূলে থাকে এক গভীর নৈরাশ্য ও হতাশাবোধ। অনেক সময় সামাজিক পরিস্থিতি আত্মহত্যার মূলে কাজ করে। দীর্ঘস্থায়ী কষ্টকর পরিস্থিতি থেকে চিরকালীন মুক্তির জন্য মানুষ আত্মহত্যাকে বেছে নেয়। মানুষ যখন তার প্রিয়জনকে হারায়, প্রচণ্ড দারিদ্র্যের মধ্যে পড়ে বা ওষুধের বি:আসক্ত হয়ে পড়ে তখন অনেক সময়ই মানুষ আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

☐ আত্মহত্যার বিপক্ষে যুক্তি:- আত্মহত্যার বিপক্ষে ডেভিড হিউমের যুক্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হিউমের ('On of Suicide' গ্রন্থে বলেন), আত্মহত্যায় ঈশ্বরের প্রতি কর্তব্যের অবহেলা হয় না। ঈশ্বর বিশ্বজগৎ পরিচালনার জন্য কতগুলি নিয়ম প্রতিষ্ঠা করেছেন যার জন্য সমস্ত বস্তু জড় জগতে স্ব-স্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং নিজের কাজ করে। আবার প্রাণীজগৎ পরিচালনার জন্য ঈশ্বর সমস্ত প্রাণী দৈহিক ও মানসিক শক্তি দিয়েছেন। তিনি সমস্ত মানুষকে ইন্দ্রিয়, আবেগ, ইচ্ছা, স্মৃতি ও বিচারশক্তি দিয়েছেন যার সাহায্যে সে জীবনের পথে অভিমুখে যাত্রা করতে পারে। জড় ও প্রাণীজগৎ পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়, তাই সমস্ত বিশ্ব এক বিধাতার অমোঘ নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হয়

তাহলে মানুষের জীবনও সেই একই নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হবে। কিন্তু মানুষের জীবন যদি এভাবে বিধাতার নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাহলে আত্মহত্যা কে অনুচিত বলে গণ্য হবে এ কারণ আত্মহত্যায় যেন ঈশ্বরের নিয়মকে অবজ্ঞা করা হয়। Hume মনে করেন যে, বিধাতা মানুষকে বুদ্ধি ও বিবেচনা দিয়েছেন এবং তাকে তার নিজের শক্তি প্রয়োগ করার অধিকার দিয়েছেন। এই শক্তি প্রয়োগ করেই মানুষের ধর্ম যার আয়ত্তে সে বস্তু ও জীবনের গতি পরিবর্তন করতে পারে। মানুষকে যেহেতু তিনি বিচারশক্তি দিয়েছেন তাই মানুষ যদি তার নিজের শক্তি বলে বিধাতার নিয়মকে অগ্রাহ্য করে তাহলে তার নিন্দা করা যায় না। সুতরাং মানুষ নিজের জীবনকে সমাপ্ত করার অধিকারে এ কথা বলা যায়। কারণ আত্মহত্যার মধ্যে মানুষও তার ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতাকে প্রয়োগ করে। এজন্যই আত্মহত্যায় বিধাতার নিয়ম লঙ্ঘন করা হয় না।

আত্মহত্যার সমর্থনে হিউমের আরো একটি যুক্তি আছে। তিনি বলেছেন, যখন কোন মানুষ জীবন থেকে মুক্তি লাভ করে তখন সে অবশ্যই আর সমাজের সেবা করতে পারে না। কিন্তু আত্মহত্যা করলে সে আর সমাজের কাছ থেকে সেবাও গ্রহণ করে না। সুতরাং এই অবস্থায় সমাজের সেবা না করা কোন অপরাধ নয়। এই কারণে হিউম বলেন যে, জনগণের স্বার্থে আমার ইচ্ছামত জীবনকে দীর্ঘায়িত করার কোন হেতু নেই। তাছাড়া আমি যদি সমাজের বোঝাস্বরূপ হই তাহলে নিজেকে চিরকালের জন্য সরিয়ে নেওয়াই সঙ্গত।

আত্মহত্যার বিপক্ষে হিউমের বক্তব্য

ছাড়াও অন্য যুক্তি আছে। এগুলোর গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি হল এই যে, প্রত্যেক মানুষ তার নিজের দেহ ও জীবনের উপর সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী সুতরাং নিজের দেহ ও জীবন সম্পর্কে একমাত্র তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী] হত্যা নিন্দনীয়, কারণ এক্ষেত্রে একজন মানুষকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বধ করা হয়। কিন্তু আত্মহত্যার ক্ষেত্রে একজন মানুষ নিজেই তার জীবন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। যেহেতু অপরের নিজের জীবন নাশ নৈতিক হতে পারে না। একজন মানুষের জীবন একমাত্র তার কাছে মূল্যবান। সুতরাং [একজন ব্যক্তির আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত যদি তার নিজের হয় এবং সেটা সুনিশ্চিত হয় তাহলে আত্মহত্যা নৈতিক দিক থেকে অন্যায় নয়।

আত্মহত্যার বিরুদ্ধ যুক্তি: আত্মহত্যার বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত যুক্তিগুলি গুরুত্বপূর্ণ,

① ধর্মীয় যুক্তি: প্রায় প্রতিটি ধর্মে একথা মনে করা হয় যে ঈশ্বরই আমাদের স্রষ্টা এবং তিনি আমাদের প্রাণ দান করেছেন। সুতরাং আমাদের জীবনের উপর কেবলমাত্র ঈশ্বরেরই অধিকার আছে। আমরা যেমন নিজেদের প্রাণ সৃষ্টি করি নি, তেমনি নিজেদের প্রাণ নাশ করার অধিকারও আমাদের নেই। যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করে সে ঈশ্বরের কর্মে হস্তক্ষেপ করে, তা সুতরাং অন্যায়।)

পাশ্চাত্য দার্শনিক John Locke এই ধর্মীয় যুক্তিকে প্রথম স্বতন্ত্রভাবে উত্থাপন করেছেন। তাঁর মতে, মানুষ ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং সেকারণেই সে ঈশ্বরের সম্পদ। ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই আমরা জীবন ধারণ করি। সুতরাং আমাদের সকলেরই নিজের জীবনকে রক্ষা করা উচিত, কারণ তার দ্বারাই আমরা ঈশ্বরের অভিপ্রায়কে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করি। লকের বক্তব্যে এ কথা প্রতিধ্বনিত হয়েছে। কান্ট বলেছেন যে, আত্মহত্যার স্রষ্টার অভিপ্রায় বিরোধী। যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করে সে ঈশ্বরের অভিপ্রায়কে অস্বীকার অসম্মান করে। ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমরা জীবন ধারণ করি এবং ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমাদের জীবন সমাপ্ত হয়।

② প্রকৃতির নিয়মের যুক্তিঃ প্রধানত তিনটি কারণে আত্মহত্যাকে প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ বলা হয়; ① সকল মানুষই নিজেকে ভালোবাসে এবং এই আত্মপ্রেম বশত সকলেই নিজেকে ক্ষয় বা ধ্বংস থেকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে। আত্মহত্যা প্রকৃতির এই আসক্তির প্রবণতার বিরোধী। মানুষ প্রকৃতির একটি অংশ এবং মানুষ নিজেকে ভালোবাসে। আত্মহত্যা অপরাধ। কারণ এ প্রকৃতির নিয়মের বিরোধী।
② কান্ট আরেকটি যুক্তিতে বলেছেন যে, আত্মহত্যার স্বপক্ষে নীতিতাত্ত্বিক সমর্থন যোগ্য নয়।

কারণ আত্মহত্যা আমাদের কর্তব্য এই নীতিটি সার্বজনীন নীতি হতে পারে না। এ ছাড়া নিয়মই হল জীবনকে সমৃদ্ধ করা। আত্মহত্যা নীতি তার বিরোধী। তাই আত্মহত্যার নীতিটি সার্বজনীন হতে পারে না। যে নীতি সার্বজনীনতা লাভ করতে পারে না সেই নীতি কখনোই তা নৈতিক। ③ আত্মহত্যা কোন ব্যক্তির সমাজ এবং আত্মীয়স্বজনের সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। যেহেতু ব্যক্তি নিয়েই গঠিত বৃহত্তর সমাজের সদস্য তাই একজন ব্যক্তির আত্মহত্যার ফলে সমাজ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এ বিষয়গুলির বিবেচনায় এটি যুক্তিটি পাওয়া যায়।

অতি ব্যাপকতার যুক্তি: মানুষকে যদি আত্মহত্যার অধিকার দেওয়া হয় তাহলে অন্য সমস্ত প্রাণীই জীবন নাশের অধিকার দিতে হবে। বিভিন্ন ভাবে প্রাণ হানী হতে পারে। নিজের জীবন নাশ করার অধিকার যদি আমার থাকে এবং সেই অধিকার যদি অনৈতিক না হয় তাহলে যে কোন হত্যাকেই নৈতিক বলে স্বীকার করে নিতে হবে। কিন্তু আমরা যদি আত্মহত্যার

অধিকারকে স্বীকার করা হয় নেই। তাহলেও হত্যায় অধিকারকে স্বীকার করা কঠিন। এমন অনেক রাষ্ট্র আছে যেখানে আত্মহত্যাকে অপরাধ বলা হয় নি। অথচ অন্যান্য নানা প্রকার হত্যাকে রোধ করার জন্য আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

ন্যায়ধর্মের যুক্তি: একজন ব্যক্তির আত্মহত্যার পর তার পরিবারের সকল ব্যক্তি প্রায় সীমাহীন দুর্দশার সম্মুখীন হয় এবং তাদের শুধু অর্থনৈতিক ক্ষতি হয় তা নয়। পরিবারের একজনের অস্বাভাবিক মৃত্যু মানসিক দিক থেকে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা বিপর্যস্ত হয়। তাছাড়া আত্মহত্যার ফলে একজন ব্যক্তির কাছে থেকে সমাজের যা প্রাপ্য তার থেকে সমাজ বঞ্চিত হয়। আত্মহত্যা করার স্বাধীনতা ব্যক্তিকে মানুষকে দিতে হবে কিন্তু ব্যক্তি স্বাধীনতার নীতি আর ন্যায়ধর্মের নীতির বিরোধ হয়। ✓

□□□

① নৈতিক দিক থেকে আত্মহত্যা সমর্থনযোগ্য কিনা গ্রহণযোগ্য কি না এই নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, আত্মহত্যাকে অপকর্ম হলেও

এ হত্যার মত মারাত্মক অপরাধ না। কারণ হত্যার ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে হত্যা করে আর আত্মহত্যার ক্ষেত্রে দুই-ই একই ব্যক্তি থাকে। এখানে যে হত্যাকারী সেই নিহত ব্যক্তি। অন্যের জীবনকে নাশ করার অধিকার আমার নেই। কিন্তু আমার জীবন একান্তই আমার। যে অবাধ একান্তভাবে আমার আছে ধ্বংস করার দায় কেবল আমার উপর তেমনি জীবনকে বিনষ্ট করার অধিকারও আমার আছে। ~~তাই~~ এই কারণে নিঃসন্দেহে আত্মহত্যাকে অপরাধ বা অন্যায় কর্ম বলা যায় না।
আত্মহত্যার ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করে কেবলমাত্র তার ক্ষতি হয় ও তার আচরণ অন্যকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে না। আত্মহত্যার ক্ষেত্রে যাই ঘটুক না কেন স্বয়ং আত্মহত্যাকারী ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে ঘটে। তাই অনেকে আত্মহত্যাকে নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু বলে মনে করেন না।

(৩) অন্যান্য দার্শনিক আত্মহত্যাকে যুক্তিযুক্ত বলে সমর্থন করেন। যখন কোন ব্যক্তি মনে করে যে তার জীবনের কোন উদ্দেশ্য নেই এবং বেঁচে থাকাটাই মূল্যহীন তখন সেই ব্যক্তির আত্মহত্যা নীতি বিরুদ্ধ নয়। ডেভিড হিউম বলেন যে, যখন কোন মানুষ মনে করেন তিনি জীবনে ক্লান্ত ও বীতশ্রদ্ধ, যখন যন্ত্রণায় জর্জরিত, তখন তিনি তার দুঃখময় জীবনকে পরিত্যাগ করতেই পারেন তাতে অনৈতিকতার কিছু নেই।

(৫) উপসংহারে বলা যেতে পারে যে প্রাচীন ধর্মীয় শাস্ত্রে আত্মহত্যাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সেখানে কিছু ধর্মীয় ও নৈতিক যুক্তি প্রদর্শন করে বলা হয়েছে যে আত্মহত্যা নৈতিকতার গ্রহণযোগ্য নয়। প্রধান যুক্তি হল এই যে এই পৃথিবী মানুষের থাকার জন্য এক অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। এই প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মানুষের সুখী হবার সামর্থ্য যা জীবনের মধ্যেই

আত্মত্যাগ করে। সুতরাং আত্মহত্যা নৈতিক দিক থেকে সমর্থন যোগ্য নয়।

(২) তবে এই যুক্তিটিকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা যায় না। একথা ঠিক যে আত্মহত্যার পরিণাম ফল ব্যক্তিকে ভোগ করে, কিন্তু তার পরিণাম পরোক্ষভাবে অন্যান্যদের ভোগ করতে হয়। আমি আত্মহত্যা করলে তার প্রত্যক্ষফল আমার পরিবারকে, আমার আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধবকে তার পরিণাম ভোগ করতে হয়। কাজেই সমাজে বাস করে আমরা এমন কোন কাজ করতে পারি না যা কোন না কোনভাবে অপরের প্রভাবিত করে। আত্মহত্যার এই নৈতিক বিচারে সামাজিক বিচারের প্রয়োজন হয়।

(৩) প্রাচীন কালে আত্মহত্যাকে অধর্মীয় এবং নৈতিকতার নিন্দনীয় বলা হয়েছে। প্রাচীন ধর্ম বিশ্বাস অনুসারে প্রাণ মাত্রই মূল্যবান, কেননা তা ঈশ্বরের দান অপরকে হত্যা করা যেমন অন্যায় নিজেকে হত্যা করা তেমনি অন্যায়। নৈতিক দিক থেকে অপরকে হত্যা করা আত্মহত্যা ~~করা~~ অপেক্ষা বেশি অপরাধ; পক্ষান্তরে ধর্মীয় দিক থেকে আত্মহত্যা অপরকে হত্যা করা অপেক্ষা বেশি অপরাধ, কেননা তাতে ঈশ্বরের প্রতি, আমাদের জীবনদাতার প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। আত্মহত্যায় ঈশ্বরের নিয়মকে অমান্য করা হয় বলে তা ধর্মীয় দিক থেকে পাপ, অপরাধ।

৭৬-

12) Explain the concept of Practical Ethics following Peter Singer.

⇒ যে নীতিবিদ্যা কিছু বিতর্কিত অথচ গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যা সমাধান করে অথবা কিছু সামাজিক প্রশ্নের উত্তর প্রদানে যে ভালোমন্দ, ন্যায়-অন্যায় ও উচিত-অনুচিত বিচারসম্বন্ধে আলোচনা করে তাকে ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা বলে। যেমন- বর্ণবৈষম্য, প্রাণীহত্যা, লিঙ্গ বৈষম্য, ভ্রূণ হত্যা ইত্যাদি নানা সামাজিক সমস্যা ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা এমন সমস্যা বিশ্লেষণ করে এই সকল সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করে।

ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা ব্যবহারের নীতিবিদ্যার আলোচনা তাত্ত্বিক নীতিবিদ্যার আলোচনা থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র। তত্ত্বগত দিক থেকে নীতিবিজ্ঞান এবং চরম নৈতিকতার আলোকে নৈতিক প্রত্যয়গুলির অর্থ অনুসন্ধান করে। এই সকল প্রত্যয়গুলির মধ্যে রয়েছে ভালোমন্দ, ন্যায়-অন্যায় অথবা উচিত অনুচিত ইত্যাদি। তবে এই তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ব্যবহারিক তাৎপর্য রয়েছে। নৈতিক বিশ্লেষণগুলির অর্থ নির্ধারণ করে ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা কিছু গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যার সমাধান খোঁজার চেষ্টা করে। বিশুদ্ধ তত্ত্ব কখন কিছু হতে পারে না। তত্ত্বের আলোকে তার প্রয়োগের এই তাত্ত্বিক আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায় ব্যবহারিক

নীতিবিদ্যা জীবনে ও বিকশিত বিভিন্ন সামাজিক
সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করে।
অর্থাৎ নীতিগুলি ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে
নীতিসম্মত কিনা তার বিচার করে।

পিটার সিঙ্গার ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা
(Peter Singer) বলতে কি বোঝায়? তার ব্যাখ্যার দ্বারা ব্যবহারিক
নৈতিকতা বিষয় ও দৃষ্টিতে করেছেন।

প্রশ্নোত্তর: তাঁর মতে, ব্যবহারিক নৈতিকতায় নৈতিক
বলতে কেবল পবিত্রতা বা শুদ্ধতা বোঝায় না,
এবং অনৈতিক বলতে অপবিত্র বিষয়কে বোঝায়
না পবিত্র বা অপবিত্র বিশেষণ যোগ্য নয় এমন
সব বিষয়ে প্রাধান্যতা। ব্যবহারিক নীতিবিদ্যায়
আলোচনার বিষয় হতে পারে যেমন—
মানুষের খাদ্য হিসাবে পশুদের হত্যা করা হচ্ছে।
পশুদের গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে,
দরিদ্র দেশগুলিকে অর্থ সাহায্য করা ইত্যাদি
বিষয়। সামাজিক বিশৃঙ্খলা বা সামাজিক
ও মূল্যবোধের অবক্ষয় সম্পর্কিত কোনো
বস্তু যেগুলো আমাদের দৈনিক গুরুত্বপূর্ণ
বিষয় হল আধুনিক সমাজে নীতিতত্ত্বের সাহায্য।
যেমন, ~~...~~ নির্বিচারে পশু হত্যা ইত্যাদি
বিষয়গুলো। এই সব বিষয়গুলির নৈতিক বিচার
অর্থাৎ ভালো মন্দ, ন্যায় অন্যায় বিচার
প্রসঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত ব্যবহারিক
দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক শৃঙ্খলা বা নৈতিক
চেতনার সম্পর্কিত বিষয়গুলো খুব একটা
নৈতিক সমস্যার সৃষ্টি করে না। কিন্তু যেন
সাহায্যে দরকার ব্যবস্থা, যেমন সমস্যার
সৃষ্টি করতে পারে। অর্থাৎ দারিদ্র্য

গুরু বাড়ি থেকে ব্রহ্মচারী জীবন পালন করে। অতিরিক্ত যানবাহন মুক্ত আলো বাতাসে দূষিত নয় - ইত্যাদি স্বাস্থ্যসম্মত।

দ্বিতীয়ত: ব্যবহারিক নৈতিকতা শুধুমাত্র কেবল পরম আদর্শের তাত্ত্বিক আলোচনা নয়, যা ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করা যায় না। নৈতিক অবিচারের সার্বিক লক্ষ্য হচ্ছে ব্যবহারিক দিকে বিশেষ নির্দেশনা। মানুষ চিন্তাশীল এবং নীতিবিদ্যা হচ্ছে এরকমই প্রাকৃতিক ও সামাজিক নিয়মের সামঞ্জস্য আচরণের ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়। কিন্তু এই নীতিগুলি ও আচরণবিধির অনুশাসন, জীবন যাপনে সুনির্দিষ্ট করে। এমন নীতিগুলো হল - 'চুরি করো না', 'মিথ্যা বলো না' বা 'হত্যা করো না' ইত্যাদি। স্বাভাবিক অবস্থায় মিথ্যা বলা অনুচিত, কিন্তু তুমি যদি এ ক্ষেত্রে অপরাধীকে ধরে দিতে নয় [illegible] কাহিনী যদি তোমার কাছে ইত্যাদি যুক্ত আছে, তাহলে সেই অবস্থায় তোমার কাছে লুকোনো ইত্যাদি সংক্রান্ত অবস্থানের কথা অস্বীকার করা তাহলেই নৈতিক হবে।

তৃতীয়ত: ব্যবহারিক নীতিবিজ্ঞান ধর্মনিরপেক্ষ নয়, ধর্মযুক্ত। ধার্মিক ব্যক্তিরা ধর্মকে শ্রেষ্ঠ এবং নীতির উৎসরূপে গণ্য করে বলেন যে, ঈশ্বর যা অনুমোদন করেন তাই হল নৈতিক ভালো। কিন্তু ধার্মিকদের এই মত যুক্তিযুক্ত নয়। এছাড়া আমরা বলতে পারি ঈশ্বরের অনুমোদন নিয়ে হল ভালোমন্দ আদৌ স্থির নয়। কেননা ঈশ্বর যদি এমন বলেন যে ভালো এবং ভালোমন্দকে মন্দ বলে অনুমোদন করেন তাহলে ভালো এবং ভালোমন্দের মন্দ বলে বিবেচিত হয়। সুতরাং ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা ধর্মকেন্দ্রিক আদৌ যুক্ত নয়।

⑥ Peter Singer এর মতে নীতিবিদ্যার স্বরূপ প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল — নৈতিক আদর্শ ছাড়া সমাজবদ্ধ মানুষ কি থাকতে পারে? যে সব মানুষ কি মিথ্যা বলে, প্রবঞ্চনা করে কিন্তু বিশ্বাস করে না যে ঐ সব কাজ করা, তারাও কোন না কোন নৈতিক মান অনুসরণ করে চলেন যদিও তা সমাজসম্মত নয়। তাদের যুক্তি হতে পারে যে, মিথ্যা বলা, প্রবঞ্চনা করা, চুরি করা ইত্যাদি অনৈতিক কর্ম নয় ব্যক্তিগত কর্ম, সুতরাং, এই সব মানুষ-কেন না কোন নৈতিক মানকে অনুসরণ করে, যদিও সেই নৈতিক মান সমাজের প্রচলিত নৈতিক মান নয়। মানুষের বিশ্বাস এবং তদনুসারে কর্মকে এখানে যুক্তি দেখিয়ে ব্যক্তিগত রূপ প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস থাকে, সুতরাং বলা যায় যে, সে কোন না কোন নৈতিক মানদণ্ড অনুসরণ করে, জীবন যাপন করে। নৈতিক মানদণ্ডটি সেক্ষেত্রে সমাজে প্রচলিত মানদণ্ড নাও হতে পারে। কারণ মিথ্যা বলা, প্রবঞ্চনা করা, চুরি করা ইত্যাদি যেসব কাজ আমাদের ধারণায় অন্যায় সেসব কাজে যুক্ত থেকেও কোন মানুষ বিশেষ কোন নৈতিক মানকে (যা প্রচলিত নয়) অনুসরণ করে জীবনযাপন করতে পারে। (Peter Singer এর মতে, এখানেই নৈতিক বিচারের সাথে অনৈতিক বিচারের প্রধান পার্থক্য।)

তাঁর মতে, নৈতিক বিচারকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যুক্তি দর্শানো অত্যাবশ্যক, অনৈতিক বিচারকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যুক্তি দর্শানো হয়।

নয় বা তার প্রয়োজন হয় না। Singer এর মতে, "The notion of living according to ethical standards is tied up with the notion of defending the way one is living, of giving a reason for it, of justifying it. Thus people may do all kinds of things we regard as wrong yet still be living according to ethical standards, if they are prepared to defend and justify what they do" সুতরাং কর্মের সপক্ষে যুক্তি দর্শানোই আবশ্যক নিজ কর্মকে নৈতিকতার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য।

Singer আবার বলেন যে, কোন ব্যক্তি নৈতিক মান অনুসরণ করে চলছে বললে তার যুক্তিও এক বিশেষ প্রকারের হতে হবে। যুক্তিটি শুধুমাত্র নিজ স্বার্থ হতে পারে না অর্থাৎ আত্মস্বার্থ জীবনের উদ্দেশ্য করে মানুষের কোন কর্মকে উচিত কর্ম বলা যায় না] শেক্সপিয়ারের নাটকে ম্যাকবেথ (Macbeth) যখন নিজের স্বার্থ জীবনের জন্য অর্থাৎ রাজা হবার জন্য Duncon কে হত্যা করার সংকল্প করেন তখন সেই যুক্তিটিকে নৈতিক যুক্তি বলা যায় না। কেননা এ একান্তভাবে ব্যক্তি স্বার্থ। নিজস্বার্থের সাথে অতিরিক্ত কিছু যুক্ত না থাকলে তাকে নৈতিক যুক্তি বলে গণ্য করা যাবে না [প্রাচীনকাল থেকে আজপর্যন্ত এজন্য বিভিন্ন নীতিবিদ ও ধার্মিক ব্যক্তিরা নিজ হিতের জন্য পরহিতকে যুক্ত করে নৈতিক নিয়মকে সার্বিকৃত রূপে চিহ্নিত করেছেন।

এক্ষেত্রে অনস্বীকার্য যে, মানুষ স্বভাবতই আত্মকেন্দ্রীক, কেবল নিজহিত কামনা করে। মানুষের অতিরিক্ত

অনুসারে, ~~কেবল~~ নিরবচ্ছিন্ন জোগান হবে। মানুষের ব্যবহারিক দিক থেকে আরও সুখের উপলব্ধি বা ভোগের নিজের সুখকে ধারণ হয় এবং এই উপলব্ধির ফলে মানুষ ধীরে ধীরে আমাদের হয়ে জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়। তবেই যাতে তিনি কিছু সুপক্ক ফল সংগ্রহ করলাম। এখন প্রশ্ন হল অমধু ফলগুলিকে তিনি আস্বাদ করবেন, নাকি অংশ অন্যদের ভাগ করে দিব? আমাদের জীবনে ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে ফলগুলিকে ভাগ করে উপভোগ করাই শ্রেয়। Peter Singer এর মতে, নৈতিক মানদণ্ড প্রসঙ্গে বলেছেন, হিতবাদ প্রমুখ দার্শনিকদের অভিমতের ভিত্তিতে মূল্য আলোচিত ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে উপযোগিতার মানদণ্ডকে নৈতিকতার মানদণ্ডরূপে গ্রহণ করা উচিত। সুতরাং Singer ব্যবহারিক নৈতিক বিচারের ক্ষেত্রে উপযোগিতার ~~মানদণ্ড~~ মানদণ্ডকে উপযুক্ত মানদণ্ড হিসেবে গণ্য করেছেন।

Q1) What do you mean by marriage? What problems does a couple face in married life? Do you think that divorce is the solutions of all these problems?

⇒ একটি পরিবার গড়ে তোলার লক্ষ্যে যখন একজন পুরুষ ও নারী একত্রিত হয় আনুষ্ঠানিক অঙ্গীকার প্রতিজ্ঞা করে তখন তাকে বলা হয় বিবাহ। সামাজিক বিবাহ বা চুক্তিবদ্ধ বিবাহ যে কোন প্রকার বিবাহ হোক না কেন একজন পুরুষ ও নারী তাদের দাম্পত্য জীবন বিবাহের মাধ্যমে আরম্ভ করতে চায়। বিবাহের মধ্য দিয়েই নারী পুরুষের পরিবারের সূচনা হয়। পরিবার স্থাপন তথা সন্তান পালনের উদ্দেশ্যে বিবাহ সংঘটিত হয়। বিষয়সম্পত্তির উপর অধিকার বজায় রাখাও বিবাহের অন্যতম উদ্দেশ্য। সুতরাং বিবাহ হল সন্তান ও বিষয়সম্পত্তি রক্ষার জন্য সংগঠিত একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান।

□ বিবাহিত জীবনে পুরুষ ও নারী নানারকম সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে। বিবাহ অনুষ্ঠানে স্বামী-স্ত্রী সম্পদে-বিপদে, সুখে-দুঃখে, সুস্থতায়-অসুস্থতায় পরিবারের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থাবান এবং উভয়ের মিলিত প্রয়াসের ক্রমঅগ্রসর প্রগতি সফল অর্জন করবে এরূপ অঙ্গীকার করে। বিবাহে এরূপ অঙ্গীকারের সত্ত্বেও বিবাহিত জীবনে অনেক সমস্যা দেখা দেয়। পারিবারিক নানা সমস্যা নিয়ে অনেক সময় কলহের সৃষ্টি হয়। বিবাহিত জীবনে নারীর আদর্শ নিয়ে অনেকের

মেয়েদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে গেছে। সতী সাবিত্রীর মতো আদর্শ এখনকার আর অনুকরণীয় নয়। আজকের দিনে নারী বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও নিজে একটি স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখতে চায়। স্বামীর প্রতি তাদের ভক্তি-প্রদর্শন ছাড়াও তারাও আলাদা করে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। পরিবারের মধ্যে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছাড়াও সামাজিক ক্ষেত্রেও তারা মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। যখনই নারীরা পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে তাদের কর্তব্য ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন হয় তখনই পরিবারের নানা সমস্যা দেখা দেয়। কারণ আমাদের রক্ষণশীল সমাজ এখনও নারীর বৃহত্তর ভূমিকা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে। নারীর যুক্তি ও ভাবধারায় এখনকার যুগেও সমাজ বিশ্বাস রাখতে পারে না। তাইতো নারী একটু নিজের ভূমিকায় আসতে গেলেই পুরুষের সমর্থন পায় না। নারী ও পুরুষের ~~একরূপ~~ মধ্যে এরূপ মতান্তরের ফলে পারিবারিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। সন্তান সন্ততিরা তাদের মা-বাবার কাছ থেকে প্রাপ্য স্নেহমমতা থেকে বঞ্চিত হয় এবং অনেক সময়ই তা বিবাহ বিচ্ছেদ পর্যায়ে চলে যায়।

problem after divorce

□ বিবাহিত জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনো-মালিন্য থাকতেই পারে। প্রত্যেকটি সাংসারিক জীবনের

সংস্কার নিয়ে দাম্পত্য জীবন শুরু হয়ে যায় কিন্তু বোঝাপড়ার ক্ষেত্রেই দেখা যায় অনেক ব্যাপারেই স্বামী – স্ত্রীর মনের মিল নেই। কিন্তু তা বলে কি সব বিয়েই ভেঙে যাচ্ছে? এক্ষেত্রে থাকছে থাকবে; জীবনের নানা সুখ দুঃখের মধ্যে দিয়েই অনেকের হাতে হাত, স্বামী - স্ত্রীর মধ্যে আন্তরিকতা এক নিরবচ্ছিন্ন বন্ধুত্ব, ~~এক মিলন আত্মপ্রতিষ্ঠা~~ [illegible]; যার ফলে একের প্রতি, পরস্পর - অপরের পাশাপাশি এক সাথে কাজ করার প্রবণতাকে আরও [illegible] কখনোই কমে না। যদি স্বামী - স্ত্রীর পারস্পরিক বোঝাপড়ার ঘাটতি না থাকে, যদি দাম্পত্য সম্পর্কে বিশ্বাসের, ~~[illegible]~~ যদি মিথ্যাচার না থাকে তাহলে আন্তরিকতা ভালোবাসা অক্ষুণ্ণ বিবাহ বিচ্ছেদ হয় না। তবুও শিক্ষিত সচ্ছল সমাজে এবং মধ্যবিত্ত ভারতে ক্রমশ বিবাহ বিচ্ছেদ হার বাড়ছে। এর একটি কারণ হতে পারে মূল্যবোধের অবক্ষয়। আর প্রধান কারণ মেয়েরা শিক্ষাদীক্ষায় শিক্ষিত, নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে শিখছে। নারী পুরুষ উভয়েই ক্রমশ স্বাধীন-চেতা হচ্ছে বিবাহকে নিয়ে তাই উঠছে নানা প্রাচীন সংস্কার প্রশ্ন। তারা মুক্তমনে চিন্তা বিবাহের গণ্ডি ছড়িয়ে যেতে চায়

এখন অশান্তি আর যায়। এখন অভাবের তাগিদ
নারী এবং সন্তানের ও সমাজের জন্য বিবাহ
বিচ্ছেদকে বেছে নিচ্ছে দারুণ ভাবে আসছে না।

বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ জানতে।

বিবাহ বিচ্ছেদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আমাদের
হয় পর্যন্ত ভাবনায় নেওয়ার চেষ্টা করা উচিৎ।
বিশেষ করে সন্তানের মুখ চেয়ে বিবাহ বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত
সবদিন পারা যায় বিভিন্ন কারণেই থাকে। যেমন
সমাজে বড় সমস্যা সন্তান থাকলে। সে দুই বিবাদমান
পক্ষের অভিভাবকের নারীর স্বীকার এবং মানসিক
ভারসাম্য অস্থির হয় দাঁড়ায়। আমরা প্রথমত বিবাহ বিচ্ছেদকে
মানসিক স্বাস্থ্যের দিক থেকে শিখি। বিবাহ বিচ্ছেদের
ফলে নারীদের অনেক অপমান ও অসম্মানের শিকার
হতে হয়। অথচ বিবাহ বিচ্ছেদের মত ব্যক্তিগত
বিষয়টির পর প্রত্যেক নারীর অধিকার যে কোন প্রয়োজনে
তাকে তিনি সংসার, সমাজের সম্মানের সাথে
পুনর্বাসনের দাবি প্রাপ্য। এক্ষেত্রে আমাদের
বুঝতে হবে যে বিবাহ বিচ্ছেদের নারী কোন
সামাজিক অপরাধীর শ্রেণী নয়।

Q.14 what is environment ? What is a environmental ethic ? Explain its necessity in modern types.

⇒ ভূমিকা: এই পৃথিবীর আলো, বাতাস, উত্তাপ দিন-রাত্রির পরিবর্তন, ঋতু পরিবর্তন, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, বনাঞ্চল, পশুপক্ষী প্রাণীজগৎ নিয়ে যে সমগ্র, তারই হল পৃথিবী। এক কথায় পৃথিবীর অন্তর্গত প্রাকৃতিক জীব ও অজীবের স্বাভাবিক পরিবেশ। এই পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান একটি পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে যেন আবদ্ধ। অর্থাৎ আলো, বাতাস, উত্তাপ, নদনদী, পাহাড়-পর্বত, বনাঞ্চল ও পশুপক্ষী এগুলোর কোন একটিও যদি বিনষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাহলে পৃথিবীর স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় থাকবে না। তাকেই সামগ্রিকভাবে হল পরিবেশের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য

□ যে নৈতিকতার ক্ষেত্রে বনজ প্রশংসনীয় না হলে শুধুমাত্র বৃক্ষের ছেদন বা স্বার্থের বিনিময়ে পরিবেশের তারতম্য নষ্ট করা বা বায়ু অঞ্চলের ক্ষতিসাধন করা অন্যায় ও অনুচিত সেটাই হল পরিবেশগত নৈতিকতা। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা চিন্তা করে, নিজের স্বল্পমেয়াদি স্বার্থগুলিকে প্রশ্রয় না দিয়ে পরিবেশের সুরক্ষা হল ন্যায়সংগত ও উচিত কাজ। এই প্রকার ব্যবহারিক নীতিবিজ্ঞান অনুসারে, মানুষের যেসব কর্ম পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকারক হতে পারে তাদের নৈতিক মূল্য অনৈতিক আর যেসব কৃতি (কর্ম) প্রকৃতপক্ষে পরিবেশের ক্ষতি করে সেসব কার্যকলাপ অন্যায় বা অনুচিত কাজ। এককথায় বলা যায়, যে নৈতিকতা বা নীতিবিজ্ঞান পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকারক কোন কাজ করাকে বারণ করে সেই নৈতিকতা বা নীতিবিজ্ঞানকে পরিবেশমূলক নীতিবিজ্ঞান বলা হয়।

□ ব্যবহারিক নীতিবিজ্ঞানকে পরিবেশ-কেন্দ্রীক অর্থে গ্রহণ করলে আমরা দেখতে পাবো যে অনেক অনৈতিক কর্ম নৈতিক রূপে অথবা অনেক নৈতিক কর্ম অনৈতিকরূপে গ্রাহ্য হবে। পেট্রোলচালিত যন্ত্রযানে জলপথে অথবা স্থলপথে ভ্রমণ করে সুখ লাভ করাকে আমরা সাধারণত মন্দ বলি না। কিন্তু পরিবেশ কেন্দ্রীক নীতিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পেট্রোলচালিত যানে ভ্রমণসুখ লাভ করা

অনেক বেশি খাওয়া মন্দ বা অনুচিত কর্ম হয় যদি ও অত্যধিকভাবে পরিবেশের ক্ষতি করে। এখানে ভালোমন্দের নির্ধারক হল পরিবেশ আর কিছু নয়। মানুষের যেসব ক্রিয়াকর্ম পরিবেশের অনুরূপ ক্ষতি করে সেসব অত্যন্ত মন্দ কাজ। আজ অত্য মানুষের জীবনে অমূল পরিবর্তন ঘটেছে, মনোভাব ও রীতির পরিবর্তন ঘটেছে, জীবন ছন্দ পরিবর্তন হয়েছে। মানুষ আজ অস্থির হয়েছে, বিশ্রাম বিমুখ, কর্ম পাগল, অল্প সময় আশি ঘণ্টায় বিশ্ব পরিক্রমা করতে চায়। অতিবুদ্ধি মানুষের এই আচরণ তার চিত্তে বিনোদনকেও প্রভাবিত করেছে। স্থলপথে ভ্রমণ করার জন্য মানুষ আজ প্যাডেলযুক্ত দুচাকা সাইকেলের পরিবর্তে পেট্রোল ডিজেল চালিত মোটর বাইক ব্যবহার করে। জলপথে ভ্রমণসুখের জন্য মানুষ আজ দাঁড় বাহিত নৌকোর পরিবর্তে খনিজপদার্থ চালিত মোটর বোট ব্যবহার করে। পরিবেশকেন্দ্রিক নীতি অনুসারে ভ্রমণসুখ অন্বেষণের জন্য স্থলপথে সাইকেল এবং জলপথে দাঁড় বাহিত নৌকো ব্যবহার করা উচিত কাজ। কেননা এমনভাবেই পরিবেশের জল, বায়ু ইত্যাদিকে দূষিত করে না। পক্ষান্তরে স্থলপথে মোটরবাইক এবং জলপথে মোটরবোট ব্যবহার করা অনুচিত কাজ। কেননা মোটর খনিজ তেল জলে মিশে গিয়ে জলকে দূষিত করে, জলের প্রাণীর জীবনহানি ঘটায় এবং ঐ তেল থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বায়ুতে মিশ্রিত হয়ে বাতাসকে দূষিত করে। পরিবেশ কেন্দ্রিক নৈতিকতা অনুসারে তাই উপযুক্ত দেহ ছাড়া

ধনীর উপভোগিত যানবাহন অনুমতি দেয়।

পরিবেশ নৈতিকতায় শুধু যে কেবল মানুষের স্বার্থরক্ষার কথাই বলা হয় না, অনুভবনশীল জীবেরও স্বার্থরক্ষার কথা বলা হয়। কেবল বর্তমান প্রজন্মের প্রয়োজন মেটানোর কথাই বলা হয় না, আগামী প্রজন্মের প্রয়োজন মেটানোর ইঙ্গিতও থাকে। এই প্রকার নীতিশাস্ত্রে আছে মানুষের নান্দনিক অভিজ্ঞতা বা সৌন্দর্য পিপাসাও যুক্ত থাকে, যেমন গিরি নদী বেষ্টিত বনভূমি দর্শন করে শুধু আনন্দ লাভ হতে পারে। পরিবেশকেন্দ্রিক নৈতিকতায় বস্তুতান্ত্রিকতা ও বিষয়াসক্তিকে জীবনের আদর্শ রূপে গণ্য করা হয় না। বস্তুতান্ত্রিক সমাজে মানুষের জীবনের সাফল্য নির্ধারণ করা হয় তার বিত্ত, অর্থ ও ভোগ্যসামগ্রী বিচার করে। কিন্তু পরিবেশকেন্দ্রিক নীতিবিজ্ঞান অনুসারে মানুষের জীবনের সাফল্য নির্ভর করে তার সামর্থ্যের উন্নতির উপর, চারিত্রিক উৎকর্ষের উপর এবং আত্মসচেতনার উপর। এই নীতিবোধ মানুষকে মিতব্যয়ী ও সংযত হতে নির্দেশ দেয়। কেননা অত্যধিক অমিতব্যয়িতা বা অসংযম পরিবেশ দূষণের কারণ হয়। এই নীতিবোধ প্রয়োজনকে সীমিত রাখতে নির্দেশ দেয়। পরিবেশ সুরক্ষার জন্য এগুলি প্রয়োজন এবং প্রাণধারণের পক্ষে যেগুলি ঠিক তার, মানুষকে কেবল তার এগুলি প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

পরিবেশ নৈতিকতা অনুসারে আমাদের কর্তব্য অর্থাৎ আমাদের সংযমী ও মিতব্যয়ী হওয়ার পরিবেশ সুরক্ষায় প্রয়োজন আমাদের আমিত্বপ্রীতি কমানো

হবে এবং নিরামিষ প্রীতির উপর জোর দেওয়া হবে। এ ক্ষেত্রে Peter Singer বিস্তারিত বলেছেন। আমিষ খাদ্যের প্রয়োজনকে সংযত রাখতে হবে, তাহলে মাত্রাতিরিক্ত পশুপালনের প্রয়োজন হবে না, বনানী ধ্বংসের প্রয়োজন হবে না এবং অরণ্যানী পরিবেশও সুরক্ষিত থাকবে। মানুষের মাত্রাতিরিক্ত লোভ ও প্রয়োজন যাতে পরিবেশকে বিনষ্ট করে মানুষের অস্তিত্বকে যাতে বিপন্ন করতে না পারে সেজন্য পরিবেশকেন্দ্রিক নৈতিকতার প্রতি আরো বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে।

এ ক্ষেত্রে ঠিক যে, আমাদের মতো সমাজের অগ্রগতির জন্য উন্নয়নের প্রয়োজন আছে। তবে উন্নয়নকে স্থায়ী করতে হলে মানুষের নিজের আবিষ্কৃত প্রযুক্তির রাশ টানতে হবে। তার জন্য চাই সংযম, সংযতভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার ইত্যাদি। সাময়িক মুনাফার জন্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার যদি মাত্রাছাড়া হয় তাহলে বিপন্ন হবে মানবজাতির ভবিষ্যৎ। সবুজ গ্রহ বাঁচাবার উদ্যোগের পাশাপাশি আমাদের পৃথিবীতে উন্মুক্ত পরিবেশ অক্ষুন্ন রাখতে হবে। উন্নয়নের স্বার্থে কল-কারখানা তৈরী করতে হবে, মহাকাশে উপগ্রহ, নদীতে বাঁধ দিয়ে সেচ ও জলবিদ্যুতের ব্যবহার করতে হবে। তবে এ সবই করতে হবে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে।